

মডারেটরের নোট: একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দেবার জন্য যে ব্যক্তিটি ১৯৯৮-৯৯ সালে পর্দার আড়ালে থেকে কাজ করেছেন নিরলস ভাবে তার নাম রফিকুল ইসলাম। কিভাবে তিনি কোফি আনানকে চিঠি লিখবার মাধ্যমে একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে ফতেমোল্লা লিখিত [‘The Makers of History’](#) প্রবন্ধে। এই সাফল্যের পরও রফিকুল ইসলাম বিখ্যাত কেউ হয়ে ওঠেন নি, থেকে গেছেন সমাজে স্বল্প-পরিচিত একজন মানুষ হিসেবে, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে। হুমায়ুন আজাদের ভাষায়, যে দেশে মুর্খেরা সফল, সে দেশে এই স্বল্প পরিচিতিটাই হয়ত তার গৌরব।

রফিকুল ইসলাম মুক্ত-মনার জন্য একটি লেখা পাঠিয়েছেন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে আমরা এটি হুবহু তুলে দিচ্ছি। [মুক্ত-মনার অভিধানগত সংজ্ঞানুযায়ী](#) তাকে ‘মুক্ত-মনা’ হিসেবে মানতে চাইবেন না হয়ত অনেকেই, কিন্তু তারপরও তার লেখার মাধ্যমে বেরিয়ে আসা সংবেদনশীল মনকে অস্বীকার করতে পারবেন না কেউই। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তার লেখা প্রকাশ করতে পেরে [মুক্ত-মনা](#) গর্বিত।

আল্লাহকে সংশোধন?

২০০১ সালে দেশে গিয়েছিলাম। আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিতদের সাথে কোরবাণী ঈদ করব এটাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কুমিল্লা শহরের ইদগাহ্‌টি ঈদের নামাজ পড়ার জন্য বরাবরই আমার খুব পছন্দের। সেখানেই নামাজ পড়তে গেলাম। নামাজ শেষে ইমাম সাহেব মুনাজাত শুরু করলেন। তিনি আমার একজন প্রিয় মানুষ, ব্যক্তিগত জীবনে একজন স্কুল শিক্ষক। অত্যন্ত সুন্দর করে কথা বলেন এবং আরও সুন্দর করে কেঁরাত পড়েন। লম্বা মুনাজাত, অনেক ভাল ভাল কথা বললেন। এক পর্যায়ে বললেন যে, হে আল্লাহ, তুমি খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং নাসারাদের ধ্বংস করে দাও। মুনাজাতের এ অংশটুকুতে আমি আমার হাত নীচে নামিয়ে ফেলেছিলাম। মনে বড় প্রশ্ন দেখা দিল যে একজন মুসলমানের পক্ষে এ মুনাজাতের সাথে একমত পোষণ করা কি সম্ভব? মুসলমানের মূল ভিত্তিই হল আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরিক নাই। তিনি এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী, গাছপালা, পশু-পাখী সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বাইরেও সমস্ত সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, সৌর জগৎ সহ সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। কোনকিছুই তাঁর ইচ্ছার বাইরে জন্ম হতে পারে না। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং নাসারাও তাঁরই সৃষ্টি। তাহলে ইমাম সাহেব কিভাবে এ মুনাজাত করতে পারেন? তিনি কি বলতে চাচ্ছেন যে, তাঁদেরকে সৃষ্টি করে আল্লাহ ভুল করেছেন? তিনি কি আল্লাহকে আল্লাহ’র ভুল ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে সংশোধন হতে বলছেন? সত্যি কি ইমাম সাহেব আল্লাহ’র চেয়ে বেশী বুঝেন? কোথায় আল্লাহ’র বা তাঁর কাজের প্রশংসা? এ মুনাজাতের মাধ্যমে তিনি কি আল্লাহ’কে প্রশংসা করতে চাচ্ছেন না অপমান করতে চাচ্ছেন? এটা কি আল্লাহ’র প্রতি

ইমাম সাহেবের পরামর্শ? আদেশ? জ্ঞান? তিনি কিভাবে আল্লাহ'কে বলতে পারেন যে আল্লাহ যেন তাঁরই সৃষ্ট খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং নাসারাদের ধ্বংস করে দেন? এটা কিভাবে হতে পারে? যুক্তিটা কোথায়? এটার সাথে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। ঈদগাহতে আমরা হাজার হাজার মানুষ ছিলাম। কেউ এ মুনাজাতের সাথে দ্বিমত পোষণ বা প্রতিবাদ করেছেন বলে জানি না। তাহলে তাঁরাও কি ইমাম সাহেবের সাথে একমত?

কানাডায় ফিরে এসে অনেকের সাথে আলাপ করার চেষ্টা করেছি। কেউ কেউ ইমাম সাহেবের লেখাপড়া, জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। কেউ মন্তব্য না করেই জানিয়েছেন যে ইনিও অন্যত্র এ জাতীয় মুনাজাত শুনেছেন। কেউ ইমাম সাহেবকে সমর্থনও করেছেন। তাহলে আসল সত্যটি কি? কেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এ মুনাজাত মুসলমান হিসাবে আমার বিশ্বসের মূল ভিত্তিকেই চ্যালেঞ্জ করছে? মুক্ত এবং যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা এবং অধিকারও সৃষ্টিকর্তারই প্রদত্ত। তাহলে যুক্তি মুনাজাতের সাথে মিলবে না কেন?

মুক্তমনার সাথে জড়িত সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, মুক্তমনের চর্চা করার জন্য জানাচ্ছি ধন্যবাদ। মুক্তমনের কেউ কি এ সংক্রান্ত সত্যটা কোথায় তা লিখে জানাবেন?

রফিকুল ইসলাম
ভ্যানকুভার